রুনা লায়লা ও আগামী অনুষ্ঠান মালা

আশীষ বাবলু

রুনা লায়লা অপেরা হাউসে খুবই সুন্দর গান গেয়ে গেলেন। ভাল অনুষ্ঠান। এখানেই দেখেছিলাম তাঁকে গান গাইতে পাঁচ বছর আগে। এতদিনে তিনি আরও একটু নাদুস নুদুস হয়েছেন, নৃত্য ভঙ্গিমা আরও সাহসী হয়েছে, গলার কারুকাজ হয়েছে আরও বাহাবা দেবার মতো। তিনি মন খুলে গাইলেন, আমরা জনশূন্য নিস্প্রান হলে প্রান ভরে গান শুনলাম।

রুনা লায়লা যেদিন অপেরা হাউসে গান গেয়েছেন সেই দিনটা একটা বিশেষ দিন ছিল। হার্বার ব্রিজের ৭৫ বছরে পদার্পনের কথা না হয় বাদই দিলাম, ক্রিকেটে ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বিজয় ঘটেছে গত রাতে। ভাবলাম যাই দেখে আসি রুনা লায়লা। গান শোনার সুবাদে অনেকের সাথে দেখা হবে, মনের ভেতর জমে থাকা আনন্দ ভাগাভাগি করবো পরিচিতদের সাথে। ক্রিকেট, দেশে সন্ত্রাস দমন, তারেক জিয়ার কারাবরন এমন সব ঘটনা কাহাতক একা একা উপভোগ করা যায়!

কপাল আমার। আড্ডা যে দেবো চেনাজানা কারো সাথে দেখাই হলোনা। অপেরা হাউসের কনসার্ট হলের অবস্থা দেখে মনে পড়ে গেলো আমাদের স্কুলের দীনিয়াত ক্লাসের কথা। হাতে গোনা কয়েকজন ছাত্র, সারি সারি খালি বেঞ্চী। চারজন খুবই কম বয়সের ছেলে এত বড় একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। রুনা লায়লার অভিনেতা গায়ক স্বামী সহ পাঁচ জন বাদ্যযন্ত্রী। বিশাল খরচ, এতে সন্দেহ নেই। এতবড় একটা ধাক্কা আয়োজকরা কিভাবে সামাল দিয়েছে আমি জনিনা। ওদের বয়স কম, শরীরে তাজা রক্ত। এই অনুষ্ঠান করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা ওরা অর্জন করেছে তা কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে আমাদের সফল অনুষ্ঠান উপহার দেবে এ ভরসা আমাদের আছে। লেগে থাকো, হাল ছেড়োনা, একদিন জয়ী তোমরা হবেই।

সেই অনুষ্ঠানের মাঝামাঝি একটা মনে রাখার মতো ঘটনা ঘটেছে। রুনা লায়লা একটি গান শুরু করে হাতের ইশারায় কিছু শ্রোতাকে স্টেজে ডেকেছিলেন। সেখানে একজন মহিলা রুনা লায়লার শুরু করা গানটি এত সুন্দর করে গাইলেন যা ভুলবার নয়। আমি দুঃখিত ভদ্রমহিলার নাম এই মুহুর্তে মনে করতে পারছি না। তার সুর ভরা গলা মনে আছে। সিডনির সঙ্গীত পিপাসুদের জন্য সুখবর। কোথায় আপনি? সিডনি আপনাকে খুঁজছে।

সিডনিতে যখন অনুষ্ঠানের প্লাবন আসে তখন আসে চতুর্দিকে। রুনা লায়লা, লোপামুদ্রা, টপটেন, আসছেন নচিকেতা। কোন অনুষ্ঠানে কে যাবে, কতো জন যাবেনা, কিছুই আঁচ করা যায়না। ইচ্ছের সাথে পকেটের অবস্থারও একটা যোগাযোগ আছে। টপটেন এবং

নচিকেতার আবার দুটো করে শো! এদেশে দেখেছি ম্যাডোনার মতো নামী শিল্পী যখন আসেন তখনও একটি শো'র টিকিট ছাড়া হয়। প্রথম শো হাউজ ফুল হবার পরই পরের শো এর ঘোষনা দেওয়া হয়। এটাই মার্কেটিং এর নিয়ম। মাছের তেলে মাছ ভাজা। দর্শক একটি শো ভেবে তাড়াহুরো করে টিকিট সংগ্রহ করে। দুটো শো হবে শুনলে সবাই ভাবে তাড়ার কি আছে, দুটো শো টিকিট পাওয়া যাবেই। এই ব্যপারটা অর্গানাইজারদের মনে রাখা দরকাত্ম।

মেলা ছাড়া বৈশাখ শুনিতে কেমন
নুন ছাড়া তরকারী খাইতে যেমন

এত সব অনুষ্ঠানের সাথে আবার আছে বৈশাখী মেলা। একটি নয়, দুটি নয়, তিনটি। শেক্সপিয়ারের ওথেলো নাটকে ইয়াগো নামে একজন কূট চরিত্র ছিল। যার মিথ্যা প্ররোচনায় সরল সোজা ডেস্‌ডিমোনাকে প্রান দিতে হয়েছিল স্বামী ওথেলোর হাতে। 'ডেস্‌ডিমোনা' শব্দটির অর্থ গ্রীক ভাষায় অভাগী, আনফরচুনেট। ইয়োগা থেকে ইগো (Igo) শব্দটি এসছে কিনা সেটা তর্কের বিষয়। তবে এই 'ইগো' যার বাংলা অর্থ অহংবোধ যে কি কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবহাওয়া তৈরী করে তার সর্বোচ্চ উদাহরণ সিডনিতে একই দিনে দুটি বৈশাখী মেলা। এই বিশাল আয়োজনে জড়িয়ে আছে অনেক অর্থ, অনেক শ্রম। সিডনির বাঙ্গালী জনসংখ্যার হিসেব করলে, দুটো মেলাতেই লোক উপ্‌চে পড়বে এমন সম্ভাবনা কম। একটিতে বেশী লোক হলে অন্যটিতে কম হতে বাধ্য, এই অঙ্কের হিসেব করতে রকেট বিজ্ঞানী হবার দরকার নেই। তবুও একই দিনে দুটো মেলা হওয়া চাই। অথচ দুই দিনে হলে আমরা দুটোতেই গিয়ে মেলানন্দ উপভোগ করতে পারতাম।

অনেকে হাঁটতে থাকে ওপারের ঘাষ ভাল বলে
আমার কি আসে যায়, আমার তো সব কিছু চলে।

এক মেলায় গিয়ে অন্য মেলার জন্য মানুষের প্রান কাঁদবে, এটাই স্বাভাবিক। এক থেকে অন্যে যেতে ২৫ কি.মি. ড্রাইভ করতে হবে। সাথে পার্কিং খুঁজে পাবার দুর্ভাবনায় অনেকেই একটাতে সন্তুষ্ট থাকবে। অনেকের সাথে কথা বলে বুঝলাম সিডনির মানুষ এত অনুষ্ঠানের প্লাবনে বড় অসহায় বোধ করছে। এখন একটা দম ফেলবার মতো অনুষ্ঠানের দরকার। জিরিয়ে নেবার মতো অনুষ্ঠানের দরকার, যে অনুষ্ঠানে গিয়ে বুক পেতে বসা যাবে।

ashisbablu@yahoo.com